স্বপ্নপুরী রাণী

কবি টেনিসনের Lady of Shallot এর ছায়া অবলম্বনে

অধ্যাপক—পুলিন বিহারী কর।

(১)

নদী উভপারে দিগন্ত প্রসার
ধূ ধূ করে মাঠ অনন্ত বিস্তার
নানা শস্যভরা ; পড়ি তারি মাঝে
রাজবর্ত্ম এক সুন্দর বিরাজে।

নদী বক্ষে এক শোভে সুশোভন
ক্ষুদ্র দ্বীপ মাঝে দুর্গ নিকেতন ;
কুমুদকহ্লার ফুটি অগণন
ধরেছে কি শোভা মরি, অতুলন।

নদী কিনারায় বিটপীর সারি,
ছায়াঢাকা পথ চলেছে প্রসারি
ক্ষুদ্র বীচিমালা পবন হিল্লোলে
পাশে পাশে ধায় আনন্দ কল্লোলে।

ধূসর চারিটি দুর্গের প্রাকার
ধূসর চারিটী উন্নত চূড়ার
পড়িয়াছে ছায়া পুষ্পবাটিকায়
প্রশস্ত অঙ্গনে নদী কিনারায়।

দুর্গের মাঝারে একাকিনী বালা
আজ মাত্র সেথা বসতি নিরালা ;
শুনিয়াছে লোকে, চক্ষে দেখে নাই
বাতায়নে তারে কিম্বা অন্য ঠাঁই।

চির-নদী স্রোত বহে কুলুধ্বনি
পালভরে ধায় সখের তরণী ;
পণ্যবাহী তরী গুণ টানি যায়
কে আছে হেথায়, কেহ না শুধায় !

প্রভাতে কৃষক শুনিবারে পায়
সঙ্গীত নিঝর শান্ত নিরালায় ;
পুনঃ সেই গীত শুনে আচম্বিতে
উথলি উঠিছে চাঁদিনী রাতিতে ।

চকিত কৃষক এ উহার পানে
অপ্সরা সঙ্গীত কহে কাণে কাণে
এ দুর্গবাসিনী মানবী ত নয়,
নহিলে পেতাম দরশ নিশ্চয় !

(২)

দুর্গের মাঝারে নিশিদিন বালা
বয়নে নিরত বসিয়ে নিরালা
যাদুবাস এক বিচিত্র বরণে
নানা কারুকার্য্যে বসি আনমনে !

কবে কার বাণী শুনেছে শ্রবণে
আছে অভিশাপ তাহার জীবনে,
হেরিলে এ ধরা আপন নয়নে
ফলিবে সে শাপ, জানে মনে মনে ।

কি যে অভিশাপ জানে না সে বালা
তবু ভয়ে ভয়ে রহে সে একেলা ;
তাই একমনে নিরত বয়নে
অন্য চিন্তা কভু উঠেনাক মনে !

সম্মুখে তাহার দর্পণ নির্ম্মল
জগতের ছবি পড়ে সচঞ্চল ;
হেরে রাজপথ ফলিত তাহায়,
এঁকে বেঁকে চলে নদী কিনারায় !

নদীর আবর্ত্ত ফলিত দর্পণে,
কৃষাণ বালক চলে আনমনে,
রঞ্জিত ভূষণে কত নারী ধায়,
হেরে সে বালিকা দর্পণ ছায়ায় !

কলহাস্যে ধায় বালিকার দল,
মঠধারী যায় তুরগে চঞ্চল ;
রাখাল বালক, সুচিকণ কেশ,
ধনীর নন্দান, মনোহর বেশ !

কভু বোদ্ধা দু'টী হাত ধরাধরি
ধায় পথে সেই বোড়া দড়বড়ি ;
হায় নাহি তার ভক্ত কোনজন
উপাসনা করে রূপ অতুলন !

বসি নিরালায় তবু একমনে
নিরত সে বালা বসন বয়নে ;
নিশীথে কখন (ও) দেখে শিহরিয়ে (এবার)
শববাহী যায় পথ আলোকিয়ে !

কভু যবে হেরে জ্যোছনার রাতি
গলাগলি যায় নবীন দম্পতী,
ভাবে মনে বালা বৃথা এ জীবন,
ছায়া লয়ে খেলা মোহের স্বপন !

(৩)

একদিন যালা হেরিলা চকিত
দর্পণে তাহার হইল ফলিত
ঘোড়া দড়বড়ি যুবক সুন্দর
মনোহর বেশ রূপ মনোহর !

বিজলী খেলিছে অঙ্গের লাবণি
সারসনে অসি বিদ্যুৎ বরণী ;
সূর্য্যরশ্মি তায় ফলিত, প্রভায
ঝলসিল আঁখি মোহে অন্ধপ্রায় !

মণিতে খচিত অশ্বরজ্জু তার
ছায়াপথে যেন তারকার হার
কণ্ঠবিলম্বিত স্বর্ণতুরী আর
রৌদ্রে ঝলমল, কি শোভা অপার !

সুবর্ণখন্তিত রৌপ্যের ফলক
ধরি বাম করে চলেছে যুবক,
যোদ্ধৃমূর্ত্তি তায়, শক্তি উপাসনা
করিতে নিরত, ভক্তের সাধনা !

চিন্তাশূন্য সেই ললাট প্রসার,
চাঁচর চিকুর শোভে শিরে তার ;
কণ্ঠে মণিহার দোলে ঝলমল,
সৌরকরে যেন বিজলী চঞ্চল !

কণ্ঠে সুললিত উঠিল পঞ্চমে
প্রেমের রাগিণী বিঁধিল মরমে ;
জিনি মধুমাসে কোকিল কূজন
অথবা মধুপ অলির গুঞ্জন !

অথির সে বালা হেরিয়া দর্পণে
ছাড়িয়া উঠিল আপন আসনে ;
গৃহে পদক্ষেপ করি তিনবার
ভুলি অভিশাপ জীবনে তাহার,

গেল বাতায়নে ; হেরিলা তাহার
আঁখি ভরে রূপ-সুষমা অপার !
মুহূর্ত্তে দর্পণ ভাঙ্গিয়া পড়িল
অভিশাপ তার জীবনে ফলিল !

(৪)

চাহি আশা পথ সে রূপ ধেয়ানে
শূন্য দুর্গ মাঝে লয়ে শূন্য প্রাণে,
বসি বাতায়নে দিবানিশি হায়
রহে সেই বালা আশা নিরাশায় !

বসন্ত নিদাঘ বর্ষা হ'লো শেষ,
আর ত এলো না সে মোহন বেশ !
শূন্য গৃহ মাঝে বসে না ত মন,
কোথা পড়ে রয় সে বাস-বয়ন !

পড়িল বয়ানে কালের কালিমা,
শীর্ণ দিনে দিনে সোনার প্রতিমা ;
ফলেছে নিয়তি বুঝিলা সে বালা,
ফুরায়েছে তার জীবনের খেলা !

তবু মরণের আগে একবার
বড় সাধ মনে দেখিতে তাহার
সুন্দর মু'খানি ভরিয়ে নয়ন ;
তাতেও সফল হইবে জীবন !

রাজার তনয় মনে হেন লয়,
ধনীর সন্তান অথবা নিশ্চয়,
আছে আলো করি নগরী রাজার,
পাব দরশন সেথা গেলে তার !

এত ভাবি বালা রচিলা শয়ন
ক্ষুদ্র তরী মাঝে প্রিয় দরশন ;
এলাইত কেশ পরি শুভ্র বেশ,
—আশা মিলে যদি দরশন শেষ !

তরণীর গায় 'স্বপ্নপুরী রাণী'
এই কথা ক'টী লিখিলা আপনি ;
এলায়িত তনু সেই শয্যা'পরি
দিবা অবসানে খুলিলা সে তরী !

কুলে কুলে ভরা নদী বয়ে যায়,
খরস্রোতে তরী ধাইছে ত্বরায়,
বায়ু-হা-হুতাশ পাতার মর্ম্মর,
সারানিশি শুনে বিষাদের স্বর !

প্রভাতী সঙ্গীত প্রকৃতি যখন
আরম্ভিলা সনে পাখীর কূজন,
শুনে কতজন নদী কিনারায়,
বিরহের গীত যেন শুনা যায় !

বিষাদ রাগিণী মাখা সেই গান,
প্রাণের আবেগ ভরা সেই তান,
কভু বা বিষাদ কভু বা মূর্চ্ছনা,
শুনে সবে গীত হয়ে আনমনা !

করি কুলুধ্বনি নদী বয়ে যায়
রাজার নগরী রাজপুরী গায় ;
সেদিন প্রভাতে নাগরিকগণ
বিস্ময়ে হেরিলা অদ্ভুত দর্শন !

তরী বয়ে যায় নাহি কর্ণধার,
সুন্দরী বালিকা, খুলি কেশভার,
পড়ি শয্যা তলে অনন্ত নিদ্রায়,
তবু অপরূপ মৃত্যুর ছায়ায় !

রাজার প্রাসাদে উঠি পৌরজন
শোকের সে দৃশ্য করে নিরীক্ষণ ;
কত কথা কহে হেরি কতজন
প্রসারি কল্পনা আপন আপন।

রাজার সুহৃৎ ছিল মাঝে তার
নির্নিমেষ চাহি আনন বালার
কহে, 'চেনা চেনা যেন মনে লয়,
বড়ই সুন্দর, দেখেছি নিশ্চয়।'

অকালে কোরকে শুকাইল হায়
এ জীবন কলি লুটায় ধরায় ;
শান্তিধামে মৃত্যু লয়েছে এখন ;
দিও কোলে ঠাঁই, বিভু, শ্রীচরণ !